চুয়াডাঙ্গা গণপরিবহনে চালকদের মোবাইল বক্স প্রদান

‘জীবনের আগে জীবিকা নয়, সড়ক দুর্ঘটনা আর নয়‘ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নিরাপদ সড়কের দাবীতে মাসব্যাপি কর্মসূচীর অংশ হিসেবে চুয়াডাঙ্গা গণপরিবহনে চালকদের মোবাইল বক্স প্রদান করা হয়েছে। গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোনে কথার বলার কারণে সংগঠিত দুর্ঘটনা হ্রাস করতে এ কর্মসূচী পালন করা হয়। রবিবার বিকালে নিরাপদ সড়ক চাই- নিসচা চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখা এ কর্মসূচীর আয়োজন করে।
গাড়ি চালকদের মোবাইল ফোন সংরক্ষণের জন্য মোবাইল বক্স বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল বাশার। উপস্থিত ছিলেন নিসচা চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসেন, সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট হানিফ উদ্দিন, যুগ্ম-সাধারণ সম্পদাক শামীম আহমেদ বিপ্লব, অর্থ সম্পাদক শামীম হোসেন, দুর্ঘটনা ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক জামান আখতার ও দপ্তর সম্পাদক মামুন অর রশিদ। এর আগে সংগঠনটি স্থানীয় শহীদ হাসান চত্বরে মানববন্ধন করে।
এ সময় বক্তারা বলেন, নিরাপদ সড়ক বাস্তবায়নের জন্য আইন অনুযায়ী চালক গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোনে কথা বলতে পারবেন না। জরুরী ফোন এলে চালকের সহকারী বা সুপারভাইজার ফোনে কথা বলবেন অথবা চালক রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে কথা বলবেন। কিন্তু এ আইন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানা হয় না। এজন্য নিসচা চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখা শহরের গণপরিবহন গুলোতে মোবাইল ফোর সংরক্ষণের জন্য বিনামূল্যে মোবাইল বক্স প্রদান করছে। চালকরা এ বক্সের যথাযথ ব্যবহার করে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করবেন বলে আমাদের প্রত্যাশা।

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

গাংনীর সেই আলোচিত ব্যানার অপসারন

মেহেরপুরের গাংনীর সাংসদ সাহিদ্দুজ্জামান খোকনের বিরুদ্ধে আলোচিত ব্যানারটি অপসারণ করা হয়েছে।
রবিবার সকাল ১১ টায় সাবেক সংসদ সদস্য মো: মকবুল হোসেন ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক এম এ খালেকের উপস্থিতিতে ব্যানারটি অপসারণ করা হয়। এ সময় সাবেক পৌর মেয়র আহমেদ আলী, গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম, পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু সহ আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
ব্যানার অপসারণ প্রসঙ্গে গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক এম এ খালেক বলেন, কুখ্যাত রাজাকার পুত্র দূর্নীতিবাজ সাহিদুজ্জামান খোকন সহ হাইব্রীড মুক্ত আওয়ামীলীগের নেতৃত্ব চাই শিরোনাম ব্যানারটির সাথে আমরা একমত তবে সেটা সুষ্ঠ ভাবে হতে হবে কোন বিশৃংখলা করা যাবেনা। সুষ্ঠ ভাবে এই দাবি পুরনে দলের গঠনতন্ত্রে এ নিয়ম লেখা আছে। নেতা কর্মীদের দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে কেন্দ্রের নির্দেশনা মোতাবেক কমিটি উপহার দেওয়া হবে।
ব্যানার নামানো প্রসঙ্গে গাংনী উপজেলা যুবলীগ সভাপতি মোশাররফ হোসেন মোবাইল ফোনে বলেন, ব্যবসায়ীক কাজে তিনি বাইরে আছেন। ব্যানার নামানোর বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না।

নিজস্ব প্রতিনিধি

গাংনীতে পৌর কার্যক্রম বন্ধ রেখে শোডাউনে মেয়র সহ

কর্মচারিরা

অফিসের কার্যক্রম বন্ধ রেখে গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামের মটরসাইকেল শোডাউনে অংশ নিলেন পৌরসভার কর্মচারীরা। আগামী ২৭ অক্টোবর গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সম্মেলন কে কেন্দ্র করে রবিবার দুপুর ১২ টায় গাংনী শহরে মটরসাইকেল শোডাউন করেন পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম।
মটরসাইকেল শোডাউনে থাকা গাংনী পৌরসভা কর্মকর্তা কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি আজিজুল হক মোবাইল ফোনে বলেন, আমরা মেয়রের নির্দেশে শোডাউনে গিয়েছি। আমরা মেয়রের কর্মচারি তার কথা শুনতে আমরা বাধ্য।
সরকারি অফিস বন্ধ রেখে মটরসাইকেল শোডাউনে কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিতে পারেন কি না এ বিষয়ে গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম এর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এমপি সাহিদুজ্জামান খোকনের একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা সভায় অংশ নিয়েছিলাম। সেখানে কোন পৌর কর্মচারি ছিল না। আলোচনা সভা শেষ করে আমরা শান্তিপূর্নভাবে বাড়ি চলে এসেছি। কোন রকম মিছিল বা শোডাউন করা হয়নি।
মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনী বলেন, কোন ভাবেই অফিস বন্ধ করে সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়ে রাজনৈতিক শোডাউন করা ঠিক হয়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আল-আমীন, গাংনী

চুয়াডাঙ্গায় গৃহবধূকে পুড়িয়ে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার দুই

চুয়াডাঙ্গা শহরতলীর তালতলা গ্রামে এক গৃহবধূর শরীরে আগুন নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার মধ্যরাতে পার্শ্ববর্তী এলাকা ইসলামপাড়া থেকে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন, শহরের ইসলামপাড়া এলাকার দোলন মিয়ার ছেলে অরুপ হোসেন (২৬) ও ছানোয়ার হোসেনের ছেলে রিপন হোসেন (২৫)। চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবু জিহাদ মো. ফখরুল আলম খান জানান, শহরতলীর তালতলা গ্রামে সন্তান ও বাবা-মায়ের সাথে বসবাস করে মালেশিয়া প্রবাসীর স্ত্রী আফসানা মিমি। প্রায়ই সময়ই তাকে উদ্দেশ্য করে নানা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিলো পার্শ্ববর্তী এলাকার অরুপ ও রিপন। শনিবার সন্ধ্যায় ওই গৃহবধূ তার বাড়ির গেটে একা দাড়িয়ে ছিলো। এই সুযোগে ওই গৃহবধূকে লক্ষ্য করে অভিযুক্ত দুই যুবক জ্বলন্ত দিয়াশলাইয়ের কাঠি ছুড়ে মারে। এতে তার পরিহিত কাপড় ও বাম হাতের কিছু অংশ পুড়ে যায়। পরে তার চিৎকারে পরিবারের অন্য সদস্যরা ছুটে এসে আগুন নিভিয়ে তাকে উদ্ধার করে হাসপতালে নিয়ে যায়।
ওসি আরো জানান, এ ঘটনায় ভুক্তভোগী প্রবাসীর স্ত্রী আফসানা মিমি বাদি হয়ে দুইজনকে আসামী করে শনিবার রাতে থানায় একটি হত্যাচেষ্টা মামালা দায়ের করেছেন। মামলার পরপরই অভিযুক্ত দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রোববার সকালে তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

ভারতীয় পানিতে ভৈরবে পানি বৃদ্ধি

ভারতের জলাঙ্গী নদীর পানি আরও দ্রুত গতিতে মেহেরপুরে প্রবেশ করছে। এতে ভৈরবের পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে নদের আশে পাশের বেশ কিছু ফসলের জমি পানির নিচে তলিয়ে গেছে। শোলমারী, শুভরাজপুর ও কুতুবপুর গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ভৈরব সমতল থাকায় এমনটি হচ্ছে বলে জানায় স্থানীয়রা। এ ঘটনায় জেলা কৃষি অফিসার আখতারুজ্জামান বলেন, আমরা উপজেলা কৃষি অফিসারকে পাঠিয়েছিলাম। শোলমারী দিয়ে ভারতের পানি প্রবেশ করছে। এই পানি ফসলের ক্ষতি না করে যাতে দ্রুত ভৈরব দিয়ে বয়ে যায় সে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত শনিবার সকাল থেকে ভারতের জলাঙ্গী নদীর পানি মেহেরপুরের শোলমারী দিয়ে প্রবেশ করছে।

আলমডাঙ্গার খাদিমপুরে গৃহহীনদের মাঝে দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মানের উদ্বোধন

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদিমপুর ইউনিয়নে টিআর কাবিটা কর্মসুচির আওতায় গৃহহীনদের মাঝে দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মানের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: লিটন আলী।
গতকার রবিবার সকালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম মন্ডল, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক, উপ-সহকারি প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম, ইউপি সদস্য আব্দুল হান্নান, আব্দুর রাজ্জাক, আবুল হোসেন, আব্দুল হালিম পটকা, ফকির চান্দ, আসাদুল হক, মুসলিমা খাতু, রেখা খাতুন, বীর মুক্তিযোদ্ধা একদিল হোসেন, সমাজ সেবক আব্দুল্লাহ মানি খা, আব্দস সাত্তার, শিমুল হোসেন প্রমুখ। খাদিমপুর ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর গ্রামের হতদরিদ্র শমসের আলীর বাড়ীর কাজ নির্মানের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হয়। উল্লেখ্য উপজেলায় মোট ৪৯ টি ঘর নির্মান করা হবে। প্রতিঘর ২লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা করে নির্মান ব্যায় ধরা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

গাংনীর নওয়াপাড়া গ্রামের জিন্দার আলীর শরীরে দেড়যুগ ধরে

বহন করছে বিস্ফোরনের বারুদ

বিস্ফোরকের বারুদ শরীরে নিয়ে ঘুরছেন আওয়ামীলীগ কর্মী জিন্দার আলী। জামায়াত বিএনপি কর্তৃক বিস্ফোরকের বারুদ অর্থের অভাবে শরীর থেকে বের করতে না পারায় যন্ত্রনায় কাতর হয়ে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে জিন্দার আলী। শরীরে বারুদ থাকায় কর্মক্ষমহীন জিন্দার চিকিৎসার টাকা চেয়ে বিভিন্ন মহলের দ্বারে দ্বারে ঘুরছে ।

শরীর থেকে গুলির বারুদ অপসারণ করা না হলে যে কোনো সময় মৃত্যুর মত ভয়াবহ পরিস্থিতি হতে পারে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া গ্রামের মৃত রহিম বকসের চার ছেলের মধ্যে ছোট ছেলে জিন্দার আলী।

শিশু অবস্থায় পিতাকে হারিয়ে স্থানীয় এক গৃহস্থের বাড়িতে রাখালের কাজ করে বেড়ে ওঠে। কিশোর বয়সেই স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীদের সাথে তার মেলামেশা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুব রহমানকে চোখে না দেখলেও বঙ্গবন্ধুই দেশ নায়ক একথা জিন্দার ঠিকই বুঝতো। তাই বঙ্গবন্ধুর আদর্শের আওয়ামীলীগকে ভালবেসে বিভিন্ন মিটিং মিছিলের আগে থাকতো জিন্দার।

স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীরা জানায়, ২০০১ সালে বিএনপি জামায়াতের সাথে স্থানীয় নওয়াপাড়া বাজারে আওয়ামীগের সাথে সংঘর্ষ বাধে। আওয়ামীলীগের লোকজনকে লক্ষ্য করে গুলি করে বিএনপি জামায়াতের কর্মীরা। বিকট শব্দে মানুষ আতংকিত হয়ে পড়ে। সে গুলিতে (গুলির কার্তুজে) স্থানীয় এক মহিলাসহ জিন্দার আলী আহত হয়। তার মাথা ও শরীরের বিভিন্ন অংশের প্রায় অর্ধশত বারুদ শরীরের প্রবেশ করে।

স্থানীয়রা মূমুর্ষ অবস্থায় জিন্দার আলীকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। সে সময় ৪/৫ টি গুলির বারুদ শরীর থেকে বের করা হলেও প্রায় ২০ খেকে ২৫ টি বারুদ আজো তার শরীরে রয়ে গেছে। সেসময় বিএনপি জামাতের অত্যাচারে গ্রামছাড়া হয়ে প্রায় তিন বছর পালিয়ে বেড়াতে হয় আহত জিন্দারকে।

ঘরবাড়ির অস্তিত্বটুকুও হারিয়ে ফেলে। আর্থিক ভাবে মোটা টাকার ক্ষতি নিয়ে এলাকা ছাড়া হয়ে পড়ে। পরে আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় আসলে জিন্দার আলী তার নিজ গ্রাম নওয়াপাড়ায় ফিরে আসে। পিতৃহারা হয়ে অন্যের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয় তাকে ।

জিন্দারের মা ছানোয়ারা বেগম জানান,জিন্দারের বয়স যখন (৩) দিন তখন তার বাবা মারা যায়। আমি পরের বাড়িতে ঝী এর কাজ করে জিন্দার সহ তাদের চার ভাইকে লালন পালন করে বড় করি। আমাদের পরিবার একটি আওয়ামীলীগ পরিবার। আমার স্বামী বেঁচে থাকতে কিন্তু দলকে ভাল বেসে আমার ছেলে শরীরে গুলির বারুদ নিয়ে যখন যন্ত্রনায় চিৎকার করে তখন আল্লাহকে ডাকা ছাড়া আর কিছুই করার থাকেনা।

জিন্দার আলীর বাড় ভাই বছর তিনেক আগে ফুসফুসে ক্যান্সার হয়ে মারা যায়। সে শোক কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই ছোট ছেলে জিন্দারকে হারাতে হবে তা সহ্য করতে পারবোনা। এ কথা বলতেই চোখের পানিতে বুক ভেজান জিন্দারের মা ছানোয়ারা। দু’ ভাই থাকলেও তাদের অভাবের সংসার। সংসার চালিয়ে তাকে আর চিকিৎসা করানো সম্ভভ হয়নি।

অর্থের অভাবে মাথা ও শরীরে বিস্ফোরনের বারুদ বের করতে না পারায় একপর্যায়ে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে জিন্দার।
পাবনায় মাসনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হলে মানসিক বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ মহম্মদ আলীর তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা নিয়ে কিছুটা সুস্থ্যতা পেয়েছেন। তবে যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন তাকে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে বলে পরামর্শ দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক। অথচ টাকার অভাবে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন । ফলে জিন্দার আবারো মানসিক ভারসাম্য হারাতে বসেছেন।
আওযামীলীগকে ভাল বেসে জীবন বিপন্ন হতে চলা জিন্দার এপর্যন্ত সরকারি কোন সাহায্য সহযোগী পাইনি ।

শরীরে বিস্ফোরনের বারুদ নিয়ে একেবারেই কাজকর্ম করতে পারেনা সে। সহায় সম্বলহীন দিনমজুর জিন্দার আলীর শরীরে তিব্র যন্ত্রনা নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। তার শরীরের বারুদ অপসারণ করতে প্রয়োজন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সহযোগীতা।

এ ব্যাপারে নওয়াপাড়া গ্রাম আওয়ামীলীগের সভাপতি দিনমহম্মদ জানান, দলকে ভালো বেসে জামাত বিএনপি হটাও অন্দোলনে অংশগ্রনে জিন্দারের যে ভুমিকা ছিল তাতে তার জীবন বিপন্ন হতে পারতো। কিন্তু ভাগ্যের জোরে সে কোন রকমে প্রাণে বেঁচে আছে । সরকারি সহযোগীতা প্রাপ্যতায় তার নাম আগে থাকা উচিৎ।

কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা বলেন, তাকে এপর্যন্ত কোনো প্রকার সহযোগীতা করা হয়নি, তবে সুযোগ পেলেই তাকে সহযোগীতা করা হবে। আর্থিক সাহায্য সহযোগীতা পেতে প্রধানমন্ত্রী

বরাবর একটি আবেদনে স্থানীয় সংসদ সদস্যসহ আওয়ামীলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা শুপারিশ করেছেন।

আকতারুজ্জামান,গাংনী

দরবেশপুর জোড়া খুন মামলায় আরও একজনের স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি

মেহেরপুর সদর উপজেলার দরবেশপুর গ্রামের জোড়া খুনের ঘটনায় রনি আলম নামের আরও এক আসামী স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি দিয়েছে। রবিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট মো: শাহিন রেজা ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি রেকর্ড করেন। পরে তাকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে প্রেরণ করা হয়।
এর আগে মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা মেহেরপুর সদর থানার এস আই আহসান হাবিব গত শনিবার দিবাগত রাতে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া এলাকা থেকে তাকে আটক করে। আটক রনি আলম চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা থানার কলাবারি রামনগর হঠাৎ পাড়ার শহর আলীর ছেলে।
এ নিয়ে জোড়া খুন মামলায় মোট ৬ জন আসামিকে আটক দেখানো হয়। দরবেশপুর গ্রামের রোকন বিশ্বাস ও হাসান বিশ্বাস খুন মামলায় এর আগে আব্দুল হাকিম ও আবুল কালাম আজাদ কালু নামের দুই আসামী আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। মামলার বাকি আসামীরা হলেন আব্দুস সালাম, তারাচাঁদ ফকির ও মামলত হোসেন।
এ বিষয়ে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই আহসান হাবিব জানান, রনি আলম নামের একজনসহ আমরা এ পর্যন্ত ৬ জনকে আটক করেছি। ৬ জনের মধ্যে ৩ জন হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত থাকার কথা আদালতে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, মামলার তদন্ত কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হবে। উল্লেখ্য, গত ১১ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে দরবেশপুর গ্রামের শোলমারী বিলে মাছ পাহারা দেওয়ার সময় যুবলীগ নেতা রোকনুজ্জামান

বিশ্বাস ও তার চাচাতো ভাই হাসান বিশ্বাস নামের দুই জনকে গলা কেটে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় পর দিন মেহেরপুর সদর থানায় রোকনুজ্জামানের স্ত্রী আলেয়া খাতুন বাদি হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি

মকবুল হোসেন কখনও নৌকায় ভোট দেয়নি

সেদিনও মকবুল সাহেব আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলো। সেই নির্বাচনে আমি কারোর দয়ায় সভাপতি নির্বাচিত হইনি। ভোটারদের ভোটে নির্বাচিত হয়েছি। রবিবার দুপুর সাড়ে ১২টায় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের বাসভবনস্থ কার্যালয়ে নেতা কর্মীরা সাক্ষাত করতে গেলে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, আজকে যারা ষড়যন্ত্র করছে তারা নির্বাচনের সময়ও মিল্টনের টাকা খেয়ে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। তারা জীবনদ্দশায় কোন দিন নৌকা মার্কায় ভোট দেয়নি। সেই লোক গুলো আজ এক জায়গায় হয়েছে।

তিনি বলেন, আমি ৮ মাস এমপি হয়েছি সরকার একটি মাত্র বরাদ্দ দিয়েছে তা হলো টিআর কাবিখা। সেই বরাদ্দ আমি মসজিদ মাদ্রাসায় দিয়েছি। সম্মান দেওয়ার মালিক আল্লাহ আমাকে সম্মান দিয়েছে। আমি অপকর্ম করলে আল্লাই আমাকে এখান থেকে সরিয়ে দেবে। আমি সব সময় চেয়েছি গাংনীর মানুষ শান্তিতে থাক কিন্তু মোশাররফ খালেকের সাথে থেকে মকবুল হোসেনকে গালি দেয়। আবার মকবুলের কাছে থেকে খালেক সহ অন্য নেতাদের গালি দেয়।
কাউন্সিলকে বানচাঁল করতেই ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। মোশাররফ স্কুল কলেজে শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগে লুটপাট করে গাড়ী বাড়ি বানিয়েছে। তার অপকর্ম আড়াল করতে অপপ্রচার করা হচ্ছে। ৭৩ থেকে ১৮ সাল পর্যন্ত ঐ মকবুল হোসেনরা কোন দিন নৌকায় ভোট দেয়নি।

২০০১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত কোন দিন শেখ হাসিনার পক্ষে কাজ করেনি। নেতা কর্মীরা না চাইলে সভাপতি প্রার্থী হবোনা। আর নেতা কর্মীরা চাইলে আগামি ২৭ তারিখে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়া হবে।
এ সময় গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম, জেলা পরিষদ সদস্য মজিরুল ইসলাম, বামুন্দী ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, আওয়ামীলীগ নেতা মকলেচুর রহমান মুকুল, পৌর কাউন্সিলর নবীর উদ্দীন, পৌর কাউন্সিলর আছের উদ্দীন, বামুন্দী ইউপি আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ওবাইদুর রহমান কমল, সেচ্ছা সেবকলীগের আহবায়ক আবুল বাশার, জেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক মুনতাছির জামান মৃদুল সহ আওয়ামীলীগ নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

-আল-আমীন,গাংনী

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে ফায়ার সার্ভিসের মহড়া

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর উদ্যোগে মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে।

রবিবার সকালে মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা পাওয়া এবং উদ্ধারের উপায় এ মহড়ায় দেখানো হয়।

টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ ফয়জুল বারী মহড়ার উদ্বোধন করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডিএডি শরিফুল ইসলাম, স্টেশন অফিসার শেখ জাহিদুল ইসলাম ,ইন্সট্রাক্টর প্রকৌশলী সামিউল কবির প্রমুখ।

পরে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে একটি র্যালী বের

করা হয়। র্যালীটি জেলা শিল্পকলা একাডেমী থেকে জেলা প্রশাসকের কার্যাালয়ে গিয়ে শেষ হয়। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ইবাদত হোসেন ।